আমাদের অর্জনসমূহ:

দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর দায়িত্ব। জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরিকল্পনাবিদ, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের দায়িত্ব বিবিএস পালন করে আসছে। সম্প্রতি জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) এবং পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে বিবিএস-এর কাজের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিবিএস এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে এবং একে আরো শক্তিশালী ও যৌক্তিকীকরণের কাজ চলছে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ এর ৬ ধারার আওতায় বিভিন্ন শুমারি ও আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক ক্ষেত্র সমূহে জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।

ইতোমধ্যে প্রকাশিত হালনাগাদ রিপোর্টসমূহের মধ্যে ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিক্স রিপোর্ট ২০১৭-১৮, কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০১৭, Bangladesh Sample Vital Statistics 2017, Labor Force Survey Bangladesh 2016-2017, Bangladesh Strategic Plan on Agriculture and Rural Statistics (2016-2030), Urban areas in Bangladesh, Report on the Opinion Survey on Power Supply 2016-2017 \45 Years of Agriculture Statistics on Major Crops (Aus, Aman, Boro, Jute and Wheat), Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 2016(New), Analytical Report on Methodologies of Crops Estimation & Forecast and Private Stock of Food Grain Survey 2016-2017, An assessment on Coverage of Basic Social Services in Bangladesh (ECBSS 1st round), Report on CWS 2016, প্রবাস আয়ের বিনিয়োগ সম্পর্কিত জরিপ ২০১৬, Investment from Remittance (SIR) 2016, Bangladesh Disaster-related Statistics-2015 অন্যতম।

এছাড়া নিয়মিত ভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে ১২৬ টি ফসলের উৎপাদন হিসাব মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করে বিবিএস-এর প্রধান অফিসে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায় হতে ভূমি ও সেচ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রতি মাসে মূল্য ও মজুরি পরিসংখ্যান মাঠ পর্যায় হতে সংগ্রহ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্প্রেডশিট (সফট কপি) ও হার্ডকপি হিসেবে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এই তথ্য ব্যবহার করে ভোক্তার মূল্য সূচক ও মূল্যস্ফীতি নিরূপণ ও প্রকাশ করা হয়।

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কৃষি শুমারিতে পল্লি ও শহর উভয় এলাকার সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই শুমারিতে প্রথম বারের মতো মৎস্য চাষে জমির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষি শুমারি ২০১৯ এ সারাদেশকে মোট ১,৪৪,২৩৬ টি গণনা এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছিল। কৃষি শুমারির তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ১২ দিন। কৃষি শুমারি কৃষি সংক্রান্ত তথ্য যেমন: কৃষি খানার সংখ্যা,খানার আকার,জমির মালিকানা, জমির ব্যবহার,চাষের ধরন,শস্যের ধরন,গবাদিপশু,হাঁস-মুরগি,কৃষি যন্ত্রপাতি ও কর্মসংসস্থান ইত্যাদি তথ্য সরবরাহ করে। এসকল তথ্য কৃষিখাতের অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ‘World Program for the

Census of Agriculture' গাইডলাইন অনুসরণ করে সমগ্র দেশে কৃষি শুমারি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এটি বিবিএস এর দেশব্যাপী পরিচালিত একটি বৃহৎ পরিসংখ্যানমূলক কার্যক্রম।

মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ **(**এমএসভিএসবি**)** প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে নির্বাচিত ২,০১২ টি নুমনা এলাকা হতে ১১ ধরণের তফসিলের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের Vital Statistics নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

তাছাড়াও বিবিএস-এর নিয়মিত প্রকাশনা যেমন পরিসংখ্যান পকেট বই**,** পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ এবং মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

বিবিএস কর্তৃক ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ৪র্থ অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অকৃষি খাত বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করা।

জনশুমারি ও গৃহগণনা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। এ শুমারির মাধ্যমে দশ বছরের পর্যাবৃত্তি অনুসরণক্রমে দেশে বসবাসকারী সকল ব্যক্তি ও খানার আর্থসামাজিক ও জনমিতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিবিএস কর্তৃক গৃহীত 'জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প' এর আওতায় ১৫-২১ জুন ২০২২ সময়ে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা পরিচালনা করা হয়। এ শুমারিতে দেশের প্রতিটি খানা হতে প্রথমবারের মতো Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ট্যাবলেট ব্যবহার করে সফলভাবে তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের কারণেই শুমারির তথ্যসংগ্রহের মাত্র এক মাসের মধ্যে প্রাথমিক ফলাফল সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ সম্ভব হয়। জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২ এর প্রাথমিক রিপোর্টের পাশাপাশি ইতোমধ্যে ন্যাশনাল রিপোর্ট, আর্থসামাজিক ও জনমিতিক রিপোর্ট ২০২৩, জেলা রিপোর্ট (৬৪ টি), আরবান এরিয়া রিপোর্ট ও ৩৫ টি ইনফোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে।এরই অনুবৃত্তিক্রমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত প্রত্যেক জেলার জন্য পৃথক কমিউনিটি রিপোর্ট (৬৪ টি) প্রকাশিত হয়েছে।